দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR. 04 2000
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

41

লন্ডনের হল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার উদ্বোধন ॥ বিশ্বে এই প্রথম

মামুন-অর-রশীদ ॥ এই প্রথম বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ মার্চ লন্ডনের হল

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

লন্ডনের হল বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পাতার পর)

'বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ মার্চ লন্ডনের হল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই চেয়ার উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রথম বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী। আজাদ চৌধুরী তাঁর স্মারক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, স্বদেশ আর স্বজাতির জন্য এই মহান নেতার হৃদয়ে একবুক ভালবাসা ছিল অনুক্ষণ জমাকৃত।

লন্ডনের হল বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাউস অব লর্ডস'র সদস্য অধ্যাপক পারেক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লন্ডনস্থ বাংলাদেশের হাই কমিশনার ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে. বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ ও বাঙালীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কথা, আন্তরিকতা, দৃঢ়তা ও স্বভাবসুলভ আচরণের মধ্যে তিনি যে দার্শনিক চিন্তা চেতনা ধারণ করতেন সবই উপাচার্য তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে সমগ্র বাঙালীর সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথাও উল্লেখ করেন।

উপাচার্য তাঁর বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে জীবনবাজি রেখে বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আপোসহীন অবস্থান নেয়া, স্বাধীনতার পর দলিত মথিত এই দেশের ভাগ্য বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সময়োচিত সাহসী পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতাসমূহকে আজও জাতির দিকনির্দেশনা হিসাবে মন্তব্য করেন। তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে স্মরণ করেন, '৭৫-এর ১৫ আগস্টে স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের কথা। নেলসন ম্যান্ডেলার বিভিন্ন বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তব্যের তুলনা করে দু'জনকে দেশপ্রেমিক ও দার্শনিক রাজনৈতিক নেতা হিসাবে অভিহিত করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পার্বত্য শান্তি চুক্তি, বয়স্ক ভাতাসহ নানা কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে উপাচার্য শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরাধিকার হিসাবে উপস্থাপন করেন। উপাচার্যের বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা উপস্থিত দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। হল বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান স্টাডিজ এ্যান্ড পলিটিক্স বিভাগের প্রধান ম্যাকনিল এবং হল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডেভিট রেডিস তাদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন-সংগ্রাম, স্বদেশপ্রেম ও পররাষ্ট্র নীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন।